সুযোগ

অ্যাডিলেড টেস্টে খেলতে পারেন বাংলার আকাশ দীপ

১০

সংবাদ প্রতিদিন

কেরিয়ার guide

মাধ্যমিকে বাংলার সাজেশন

৬

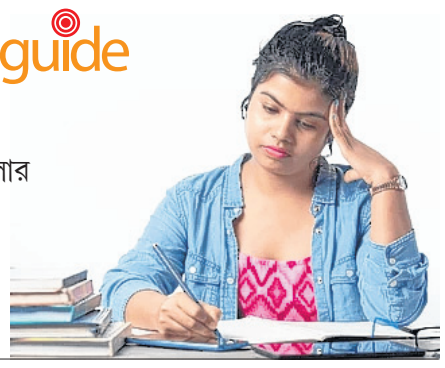

sangbadpratidin.in
epratidin.in
১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
৪.০০ টাকা
* কলকাতা সংস্করণ বৃহস্পতিবার ৫ ডিসেম্বর ২০২৪

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ১৮°/২৯° সর্বাধিক

১০ পাতা

বিশ্বের দরবারে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান

■ ৩০তম আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন শত্রুঘ্ন সিনহা, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, দেব, যিশু সেনগুপ্ত, জুন মালিয়া, তৃণা সাহা। এছাড়াও রয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। বুধবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে। —পিন্টু প্রধান

‘ফিল্ম শুটিংয়ে আসুন বাংলায়’

স্টাফ রিপোর্টার : মঞ্চে একদিকে বাংলা চলচ্চিত্রের তারকারা। অন্যদিকে বিশ্বের নানা দেশ থেকে আসা বিশিষ্ট পরিচালক ও অভিনেতারা। ৩০তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে থিমটা আসলে কী এই মঞ্চ দেখেই বোঝা যাবে। গোটা বিশ্বকে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মেলালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে তিনি যেমন বিদেশি পরিচালকদের বললেন, বাংলায় এসে সিনেমা শুটিং করার কথা। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উল্লেখ করলেন। তেমনই মনে করালেন, এবারের উৎসবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বাংলা ছবিকেও। অনেকগুলি বাংলা ছবি দেখানো হবে।

অমিতাভ বচ্চনের শরীর ভালো নেই। তিনি আসতে পারেননি। প্রতি বছর বিগ বি-র উপস্থিতি অন্য মাত্রা এনে দেয় উৎসবে। সেই শূন্যস্থান পূরণের দায়িত্ব ছিল আরেক মহাতারকা শত্রুঘ্ন সিনহার। মুখ্যমন্ত্রী সে কথা উল্লেখও করলেন। বাংলায় সম্ভাষণ জানিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন শত্রুঘ্ন। দুই প্রিয় অভিনেত্রী সাবিত্রী এবং মাধবীর প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করে জানান, এফটিআইআইয়ের ছাত্র থাকাকালীন তাঁদের ছবি দেখেছেন তিনি। তাঁর অভিনয় জীবনে মৃণাল, ঋত্বিক, সত্যজিতের প্রভাবের কথাও স্মরণ করেন হিন্দি ছবির ‘শটগান’। শত্রুঘ্নর আক্ষেপ, “জীবনে একটাই আফসোস থেকে গেল। মানিকদার সঙ্গে কাজ করা হল না।” পাশাপাশি মমতার রাজনৈতিক যাত্রা এবং সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন।

আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে দ্বিতীয় নামটি অবশ্যই বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্ব্যাসাডর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মঞ্চে এসে বাংলা ছবির প্রতি নিজের ভালোবাসার কথা বললেন সৌরভ। এমন এক চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানালেন মমতাকেও। তাঁর কথায় উঠে এল সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক থেকে শুরু করে ঋতুপর্ণ ঘোষ, সৃজিত এবং কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা। নজর কেড়েছেন আর্জেন্টিনার পরিচালক পাবলো জাস্টিনো সিজার-সহ একাধিক বিদেশি পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ‘এই পৃথিবীর একই মাটি’ গানেই অনুষ্ঠান পর্বের সূচনা হয়। সঙ্গে ছিল সৌরভ জায়া ডোনার ডান্স গ্রুপের অনবদ্য পরিবেশনা। বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ, বিদেশি ছবির পাশাপাশি বাংলা ছবিকেও যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাঁর কথায়, ‘‘বাংলায় অনেক প্রতিভা আছে। বিদেশি কলাকুশলীদের সঙ্গে বাংলা তথা ভারতের কলাকুশলীরা কাজ করলে অনেক বেশি কাজের পরিসর বাড়বে।’’ মুখ্যমন্ত্রী এদিন বাংলার ভৌগোলিক বৈচিত্রের উল্লেখ করে বলেন, এখানে পাহাড়, জঙ্গল, সাগর---সব আছে। এখানে আপনারা ভালো সিনেমা বানাতে পারবেন। এতে আমাদের শিল্পীরা উৎসাহ পাবে। একসঙ্গে কাজ করলে ভারতীয় সিনেমা উপকৃত হবে।’’

এদিন তপন সিনহার কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজের অনশনের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন।

পাঁচের পাতায়

বাংলাদেশে ফের হামলা, এখনও দিল্লি নিষ্ক্রিয়ই

ঢাকার বিরুদ্ধে সরব জামা মসজিদের ইমাম

নয়াদিল্লি: বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণের ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। একটি ফেসবুক পোস্টকে সামনে রেখে মঙ্গলবার রাত থেকে হামলা শুরু হয়েছে হিন্দু অধ্যুষিত সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলায়। সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। দোকানপাট লুঠ হয়েছে। হামলা চলেছে ওই এলাকার একটি জগন্নাথ মন্দির ও ইসকনের মন্দিরে। সংখ্যালঘুদের উপর এই বেড়ে চলা আক্রমণের মধ্যেই বুধবার বিএনপি, জামায়েতে ইসলামি-সহ বিভিন্ন দলের নেতাদের নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক করে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সব দলের পক্ষ থেকে ঢাকায় পাল্টা সমাবেশ করে ভারতকে জবাব দেওয়া হবে। ওই বৈঠকে আলোচনা হয়, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, চিন-সহ সমস্ত ভারতবিরোধী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও নিবিড় করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। এইসব ভারতবিরোধী রাষ্ট্রগুলির নাগরিকদের ভিসা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর ব্যাপারেও বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিপীড়ন নিয়ে ভারত বিশ্বজুড়ে ‘অপপ্রচার’ চালাচ্ছে বলে বৈঠকে ইউনূস-সহ বিএনপি, জামাত ইত্যাদি দলের নেতারা সরব হন। তবে ৯ অথবা ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় ভারত ও বাংলাদেশের বিদেশসচিব পর্যায়ে বৈঠক হবে বলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন জানিয়েছেন। সোমবারই ঢাকায় যাওয়ার কথা ভারতীয় বিদেশসচিবের।

ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারিতে আন্তর্জাতিক মহলে এমনিতেই চাপে ছিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সেই চাপ আরও বেড়েছে মঙ্গলবার আদালতে চিন্ময়ের তরফে আদালতে কোনও আইনজীবী উপস্থিত থাকতে না পারায়। অভিযোগ, চিন্ময় যাতে আইনি সহায়তা না পান সেটা নিশ্চিত করতে তাঁর আইনজীবীদের মারধর করা হয়। এমনকী বাংলাদেশে অন্তত ৭০ জন হিন্দু আইনজীবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের হয়েছে। এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক চাপ এড়াতেই বুধবার সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিলেন মুহাম্মদ ইউনূস। বৈঠকে অবশ্য বাংলাদেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামি লিগের কোনও প্রতিনিধিকে ডাকা হয়নি। বৈঠকের পর জামায়েতে ইসলামিসহ মৌলবাদী দলগুলির নেতারা ভারতের বিরুদ্ধে আরও সুর চড়িয়েছেন। সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর আক্রমণকে কার্যত সমর্থন করে সমস্ত ঘটনাকে ভারতের গণমাধ্যমের অপপ্রচার বলে বিবৃতি দিয়েছেন। বৈঠকে ইউনূসও বলেন, ‘‘বাংলাদেশে কোনও ঘটনা ঘটছে না। সব ভারতের অপপ্রচার।’’

এদিকে, বাংলাদেশ যখন এইভাবে অসভ্যতা বাড়িয়ে চলেছে, তখন কার্যত হাত গুটিয়ে বসে নরেন্দ্র মোদির সরকার। বিরোধীদের দাবি, শাসক বিজেপি মেরুকরণের রাজনীতির পথেই হাঁটতে চাইছে বলেই নীরব। বুধবার লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “আমরা মঙ্গলবার বাংলাদেশে নিয়ে লোকসভায় বলার পরে বুধবার সরকারের তরফ থেকেও তিনজনকে স্পষ্টভাবে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে দেখেছি। কিন্তু আমি এটাতে আশ্চর্য যে সরকারের অদ্ভুত নীরবতা। এবং এতবড় একটা বিষয়ে ওঁরা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে রয়েছেন।”

ইতিমধ্যেই এই পরিস্থিতিতে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে পাকিস্তান। বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেছেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ আহমেদ মারুফ। মঙ্গলবার ঢাকার গুলশনে খালেদা জিয়ার বাসভবনে যান পাক রাষ্ট্রদূত মারুফ। সঙ্গে ছিলেন আরও দুই প্রতিনিধি। প্রায় দেড় ঘণ্টা নানা বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। খালেদার সঙ্গে বুধবার দেখা করেন চিনের রাষ্ট্রদূতও।

এদিকে, দেশজুড়ে হিন্দুদের উপর চলা অত্যাচার বন্ধ করতে বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন দিল্লির জামা মসজিদের শাহি ইমাম।

পাঁচের পাতায়

■ বাংলাদেশের সুনামগঞ্জে দোয়ারাবাজার উপজেলায় মঙ্গলবার রাতে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা চলে। সূত্র : বিবিসি

হামলা নাকি গল্প ! চাপের মুখে ইউনূস

ঢাকা : বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ, মন্দিরে ভাঙচুর, হিন্দুদের সম্পত্তি লুঠপাট, ইসকনের সন্ন্যাসীদের বিনাকারণে গ্রেপ্তার ইত্যাদি যাবতীয় ঘটনা কল্পকাহিনি বলে ওড়ালেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার ঢাকার ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে সর্বদলীয় বৈঠকে তিনি ভারতকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘‘তারা একটা কাল্পনিক বাংলাদেশ তৈরি করে রাখতে চায়। তাদের শক্তি অনেক বেশি। অর্থশক্তি এবং আয়োজনের শক্তি এত বেশি যে তারা মানুষকে বোঝাতে নতুন নতুন গল্প ও উপন্যাস তৈরি করছে।’’

গত কয়েক মাসে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতনের বিষয়টি এদিন পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন ইউনূস। বস্তুত, ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তারের পর যে আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে বাংলাদেশ পড়েছে তাতেই মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছেন ইউনূস। এদিন সর্বদলীয় বৈঠক থেকে পাল্টা সমাবেশেরও ডাক দেন তিনি। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর কোনও অত্যাচারই হচ্ছে না জানিয়ে ইউনূস দাবি করেছেন, সবই মিথ্যা রটনা। শেখ হাসিনাকে অবিলম্বে দেশে ফেরত পাঠানোর দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, এখন যে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে দেশকে তার সম্পূর্ণ দায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। সমস্ত অর্থও কার্যত হাসিনা ‘লুঠ’ করেছেন বলে অভিমত তাঁর।

মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, “হাসিনার ১৫ বছরের শাসনকালে দেশের শাসন কাঠামো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করে তা পুনর্গঠনের সুবিশাল কর্মযজ্ঞ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে।” ইউনূস বলেছেন, “টানা তিনটি নির্বাচনে কার্যত ভোটারবিহীন ভুয়া নির্বাচন মঞ্চস্থ করেছেন হাসিনা। আর তাতে তিনি নিজেকে এবং তাঁর দলকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ঘোষণা করেছেন। একজন ফ্যাসিবাদী শাসক হিসাবে এসব করেছেন হাসিনা।”

ইউনূসের আশঙ্কা, বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ফের রাজনীতির ময়দানে জমি শক্ত করতে নামবে আওয়ামি লিগ। তাই হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে ভারতের উপর চাপ বাড়াতে চাইছেন তিনি। দু’দেশের স্বাক্ষরিত এক আন্তর্জাতিক আইনের কথা উল্লেখ করে ইউনূস জানিয়েছেন, “ভারত এই আইন মেনে কাজ করতে বাধ্য।”

পাঁচের পাতায়

জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে ভর্ৎসিত পার্থ

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদনের শুনানি শেষ হল সুপ্রিম কোর্টে। এদিনের শুনানিতে মরিয়া পার্থর আইনজীবীরা ব্যবহার করলেন ‘তুরুপের শেষ তাসও’। তাঁরা বললেন, প্রয়োজনে জামিনের সময় সপ্তাহে দু’-তিনবার করে তদন্তকারীদের সামনে হাজিরা দিতেও রাজি পার্থ। প্রয়োজনে বাংলার বদলে থাকতে রাজি ভিন রাজ্যেও। এদিনও ইডির বিরোধিতার সময় ‘অনির্দিষ্টকাল কাউকে বন্দি করা যায় না’— এই পর্যবেক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দেয়, জামিনে মুক্ত বাকিদের সঙ্গে পার্থর এক মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের কেউই মন্ত্রী ছিলেন না। তাছাড়া তাঁর আমলে তাঁর দপ্তরে দুর্নীতি হয়েছিল, তা কার্যত প্রমাণিত, তাই তাঁর একটু লজ্জাও থাকা উচিত। এ অবস্থায় তাঁকে জামিন দিলে ভুল বার্তা যাবে। দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলে, ‘‘যাঁরা জামিন পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ মন্ত্রী ছিলেন না। আপনি সবার উপরে রয়েছেন। আপনি অন্যদের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে পারেন না। তবে হ্যাঁ, আপনি তদন্তে দেরি হওয়া ও বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু এই মামলার যোগ্যতা নিয়ে নয়।’’

২০২২ সালের ২৩ জুলাই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) গ্রেপ্তার করে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। এরপর কেটে গিয়েছে দু’ বছর সাড়ে ৪ মাসের বেশি সময়। গত বুধবারের শুনানিতে পার্থর আইনজীবী মুকুল রোহতগি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা

পাঁচের পাতায়

পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

> যাঁরা জামিন পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ মন্ত্রী ছিলেন না। আপনি সবার উপরে রয়েছেন। আপনি অন্যদের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে পারেন না। তবে হ্যাঁ, আপনি তদন্তে দেরি হওয়া ও বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু এই মামলার যোগ্যতা নিয়ে নয়।
>
> **পার্থর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ**

স্বর্ণমন্দিরে গুলি, অকালি প্রধানকে খুনের চেষ্টা

অমৃতসর : এ যেন ঠিক কোনও রুপোলি পর্দার দৃশ্য। বুধবার সকাল। শিখ ধর্মের অবমাননার জন্য তখন স্বর্ণমন্দিরের দরজায় শাস্তিভোগ করছেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখবীর সিং বাদল। ভাঙা পা। তাই প্লাস্টার পায়ে হুইল চেয়ারে বসে মন্দিরের দরজায় পাহারাদারের কাজ করছিলেন। ঠিক তখনই গুলির শব্দে কেঁপে উঠল স্বর্ণমন্দির চত্বর। গুলি চলল শিরোমণি অকালি দলের প্রধান সুখবীর সিং বাদলকে লক্ষ্য করেই। জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা বলয় ভেঙে তাঁর উপরে হামলা চালাল খলিস্তানপন্থী প্রাক্তন জঙ্গি। তবে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন সুখবীর। গুলি তাঁর গায়ে লাগেনি। এই ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। দেখা গিয়েছে, পিস্তল দেখেই মাথা নিচু করে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করছেন বাদল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেক সেবাদার ওই ব্যক্তিকে জাপটে ধরে তার হাত উপর দিকে করে দেন। গা ঘেঁষে গুলি বেরিয়ে যায়। গুলি ছিটকে গিয়ে লাগে স্বর্ণমন্দিরের গায়ে। উপস্থিত স্থানীয় মানুষ হামলাকারীকে ধরে ফেলেন। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে আততায়ীর পিস্তলটিও।

বুধবার সকালের এই ঘটনায় ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে খলিস্তানি আন্দোলনের আশঙ্কা। ধৃতের নাম নারায়ণ সিং চৌরা। অমৃতসর থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দূরে গুরুদাসপুরের বাসিন্দা ধৃত ওই ব্যক্তি খলিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠী বব্বর খালসার সঙ্গে যুক্ত।

পাঁচের পাতায়

■ স্বর্ণমন্দিরে চলল গুলি। হুইল চেয়ারে বসে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং।

এক ঝলক

মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ, শিন্ডে-অজিত উপ

■ মুম্বই : অবশেষে মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী পদের জট কাটল। গতবারের উপ এবার মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবার উপ-পদে। আজ, বৃহস্পতিবার বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশই মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন। দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন একনাথ শিন্ডে ও অজিত পাওয়ার।

সান্দাকফুতে ফের পর্যটকের মৃত্যু

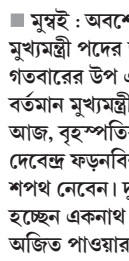

■ ফের সান্দাকফুতে পর্যটকের মৃত্যু। মঙ্গলবার রাতে আচমকা অসুস্থ হয়ে অঙ্কিতা ঘোষ (২৮) নামে দক্ষিণ দমদমের ৮২, কবি মুখোপাধ্যায় দাস রোডের বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যু নিয়ে রহস্যও দানা বেঁধেছে। কয়েকদিন আগে সান্দাকফুতে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় ভবানীপুরের এক বাসিন্দার।

রাজ্যে বদল গোয়েন্দা প্রধান

■ কলকাতা : সিআইডির শীর্ষপদে বদল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকদিন আগেই ঘোষণা করেছিলেন সিআইডিকে তিনি ঢেলে সাজাবেন। সেই সূত্রেই বুধবার গোয়েন্দাপ্রধান তথা সিআইডি’র এডিজি-র পদ থেকে সরানো হয়েছে আর রাজাশেখরণকে।

তিনকন্যার স্বয়ম্বরে আইএএস, আইপিএস

কৃষ্ণকুমার দাস

মানেকা

মুমতাজ

মৌবনি

জাদুকন্যাদের পাণিপ্রার্থী আইএএস ও আইপিএস, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার থেকে বিদেশি-কর্পোরেট ও শিল্পগোষ্ঠীর তরুণ মুখের ঢল ইন্দ্রজাল-এ। প্রতিদিনই মুহুর্মুহু ফোন আসছে, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনে দেওয়া তিনটি মোবাইল নম্বরে। হোয়াটসঅ্যাপে এত হাজার হাজার বায়োডাটা ঢুকছে যে, ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট নিতে হিমশিম খাচ্ছেন জাদুসম্রাটের অফিসকর্মীরাও। পাত্রদের আবেদনের স্রোত সামাল দিতে বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত সহকারী নিয়োগ করেছেন জাদুসম্রাট পি সি সরকার জুনিয়র। অনেকেরই মনে সুপ্ত ইচ্ছা ছিল ‘জাদুকন্যা’দের বিয়ে করার, কিন্তু সাহসে ভর দিয়ে বা লজ্জায় বলতে পারছিলেন না। তবে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হতেই সেই লজ্জা ও ভয় কেটে যাওয়ায় ‘বাঁধ ভাঙা বন্যার জল’-এর মতো হাজার হাজার বায়োডাটা ঢুকছে জাদুজালে। আর আবেদন পাঠিয়েই পাত্রদের ভাবখানা এমন, পারলে ‘স্বয়ংবর সভা’র আগে আজই মানেকা, মৌবনি ও মুমতাজকে বউ করে ঘরে তুলে নিয়ে যাবেন।। জাদুসম্রাটের কথায়, ওদের গলার আর্তি শুনে মনে হচ্ছে, ‘তর সইছে না!’ তবে জাদু-পরিবার যে এত সহজে ও তড়িঘড়ি কন্যাদের পাত্রস্থ করবে না তা জানিয়ে এত হাজার হাজার আবেদনপত্র কাঁদের? পাত্রই বা কারা? পরিচয় বা পেশা কী তাঁদের? পরপর দুই প্রশ্ন শুনেই ধোনির হেলিকপ্টার শটের স্টাইলে ফ্রন্টফুটে খানিকটা এগিয়ে এসে সপাটে ব্যাট চালানোর ভঙ্গি জাদুসম্রাটের কথায়। এক নিশ্বাসে বললেন, ‘‘ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কর্পোরেট কর্তা, অধ্যাপক-শিক্ষক, ব্যবসায়ী, উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে, পরামর্শদাতা (কনসালট্যান্ট) থেকে শুরু করে শিল্পজগতের মানুষরাও আছেন। প্রবাসী পাত্রও এসেছে। তাৎপর্যপূর্ণ হল, এরই মধ্যে ৮ জন আইএএস ও আইপিএস পাত্র আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। আরও অনেকে পাঠাচ্ছেন। আনন্দের বিষয় হল, পাত্ররাই নিজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যোগাযোগ করেছেন।’’ এক পাত্রের চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরে চমকে দিয়েছেন জাদুসম্রাট।

পাঁচের পাতায়

হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট সাংস্কৃতিক উন্নয়ন মঞ্চের উদ্যোগে

সমগ্র বিশ্বে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে

সর্ব ধর্মের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির

পদযাত্রা

গদীনশিন খাদিম হুজুর খাজা গরীব নওয়াজ পিরে তরিকত অলহাজ সুফী

সৈয়দ গুলাম কিবরিয়া দস্তগীর সাহেব

সভাপতি - আনজুমন মোইনিয়া ফখরিয়া চিশ্তিয়া (আজমের শরিফ)

সৈয়দ

কামরুজ্জামান দস্তগীর

খুদ্দাম খাজা গরীব নওয়াজ

অরূপ রায়

মন্ত্রী, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তর, পঃ বঃ সরকার

৬ই ডিসেম্বর, ২০২৪ (শুক্রবার) বেলা ১.০০ টায়

শিবপুর কাজীপাড়া থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত

: উপস্থিত থাকবেন :

স্বামী শঙ্কর দেবানন্দ জী মহারাজ (অধ্যক্ষ- রামকৃষ্ণ আশ্রম, বেলানগর)

ভাই জিতেন্দ্র সিং রতনপুরী (শিখ গুরু)

রেভারেন্ড অমিয় দাস (ফাদার)

সভাপতি ঃ শ্রীকান্ত কুমার ঘোষ